মানবিক

ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

মাঠ ভেঙে এগিয়ে আসা অবয়বটা স্পষ্ট হয় ক্রমশ। চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসা দীনু উস্‌খুস্‌ করছিল। চা-খাওয়া শেষ হয়েছে কখন। এবার ওঠার পালা। কিন্তু লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখে ও স্থাণু। যে চাপা ভয়টা কদিন ওর পিছু ধাওয়া করেছে, তারই মূর্ত রূপ সামনে।

দীনুর দিকে তাকালেও কথা বলল না শিবু। গামছা দিয়ে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে শুধু মুখ মোছে। দীনুও মুখ ঘুরিয়ে নেয়। না তাকালেও বোঝে, মাঝে-মাঝে ভ্রুদ্ধ চোখে তাকে মেপে নিচ্ছে লোকটা। ওর শরীরের কোথাও হয়তো শান্‌ দেওয়া অস্ত্র। মনের মধ্যে ফণা তুলছে বিষধর। সুযোগ খুঁজছে বিষ ঢালার।

মূলত দীনু ও আরো ক'জনের সাক্ষ্যতেই সাজা হয়েছিল শিবুর। জমির কাজিয়ার ওরা প্রকাশ্য দিনের আলোয় শিবুর হাতে রক্ত মাখতে দেখেছে। যথাস্থানে বুক চিতিয়ে বলেওছেসে-কথা। সে আজ দশ-বারো বছর আগের ব্যাপার। দীনুর বয়স কম ছিল তখন। রক্তে তেজ ছিল। পিছুটান ছিল না কোন।

কিছুদিন আগে শিবুর জেল থেকে ছাড়া পাবার খবর শোনামাত্র দীনু টের পেল, আতঙ্কটা মনের কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল ঠিক। এতকাল শুধু বোঝা যায়নি। লোকমুখে ছড়ায় কতো না খবর। জেল থেকে বেরিয়েই শিবু নাকি হুমকি দিয়েছে প্রতিশোধের। ছায়ার মতো তার শত্রুদের পিছু নিয়েছে। দল গড়ছে নতুন করে। এতে দীনু ভেতরে-ভেতরে কুঁকড়ে যাচ্ছিল খুব। সব সময় কেমন সন্ত্রস্ত ভাব। মৃত্যুভয়। বাঁচার আনন্দটাই হারিয়ে গেছল।

এখনও আতঙ্কেই চায়ের দাম মিটিয়ে উঠে পড়ে। নইলে আরো কিছুক্ষণ বসত। খেয়াঘাট বেশ দূরে। রাত নামার আগে ওপারে পৌঁছানো চাই। অতএব দোকান ছেড়ে পথে নামে দ্রুত। পথটা বাঁক ঘুরে দোকানের পেছনে চলে এসেছে। মিশেছে ধানি জমিতে। আলপথ ধরে পথ কমাবার চেষ্টা করে দীনু। আসলে তড়িঘড়ি পালাতে চায়।

ক'পা এগিয়েছে মাত্র, হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনে থমকাল। দেখল, ওর দিকেই এগিয়ে আসছে শিবু। শিকাড়ি বেড়ালের মতো ধীর, চতুর ভঙ্গি। দীনুর শিরদাঁড়া বেয়ে হিম স্রোত। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের।

দীনুর মনে হয়, এ মূহূর্তে সে-ই বেশি শক্তিধর। শিবুর তীব্র ক্ষয়া চেহারাটা সামনা-সামনি দেখে কোত্থেকে দানবীয় একটা জোর চলে এল ওর দেহ-মনে। বেপরোয়া ভঙ্গিতে এগিয়ে যায়। দেখে, আশেপাশে দৃষ্টি সীমায় নেই কেউ। ভালোই হয়েছে।

ওদিকে, শিবুর গলার দু'পাশ দিয়ে গামছার দুই প্রান্ত এসে লেপ্টে আছে বুকের ওপর। দীনুর লক্ষ সেদিকে। সুযোগমত গলায় ওটা পেঁচিয়ে দিতে হবে। তারপর মোক্ষম একটা ফাঁস। যা থাকে কপালে, দীনু শেষ চেষ্টা করবেই। ঘরের ভেতরে সাপ নিয়ে বাঁচা যায়না।

দুজনে এখন মুখোমুখি। জড়ানো গলায় বলে উঠল শিবু-- 'একটা টাকা হবে দিন-দা আমার এক্কেরে ভিখিরির দশা! এট্টু যে চা খাবো সে উপায়ও নেই'।

দীনু ব্যস্তভাবে পকেট হাতড়ায়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com